২৪/১০/২০০১

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...৭...

দৈনিক ইনকিলাব

জামেয়া রহমানিয়া এখনো দখলমুক্ত হয়নি

তিনটি মাদ্রাসার দখলদাররা পালিয়েছে নতুন উদ্যমে আবার লেখাপড়া শুরু

মোঃ আবদুর রহিম ॥ আওয়ামী সরকারের মাদ্রাসা তথা ইসলাম 'বিরোধী কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে বন্ধ করে দেয়া ঢাকার বারিধারা মাদ্রাসা, মুহাম্মদপুরস্থ জামেয়া মুহাম্মদিয়া মাদ্রাসা ও নূরানী ট্রেনিং সেন্টার মাদ্রাসার দখলদাররা পালিয়ে যাওয়ায় এ তিনটি মাদ্রাসায় নতুন উদ্যমে পড়ালেখা চলছে। অপরদিকে শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হককে জোরপূর্বক বের করে দিয়ে যারা জামেয়া রহমানিয়া মাদ্রাসা নিজেদের দখলে নিয়েছিল তারা এখনো বহাল তবিয়তে রয়েছে। এদিকে খুলে যাওয়া জামিয়া মুহাম্মদিয়া মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়ে মাদ্রাসার মূল্যবান সম্পত্তি দখলের পাঁয়তারা চালাচ্ছে পূর্বের দখলদাররা। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর ঐ মহলটি আবারও 'হরকতুল জেহাদ' ও 'তালেবান প্রশিক্ষণের' ঘাঁটি হিসেবে উল্লেখ করে জামেয়া মুহাম্মদিয়ার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। অথচ এ মাদ্রাসার অধিকাংশ ছাত্রই কিশোর। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই কাদিয়ানী আবদুল আউয়ালের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ওলামা পরিষদের মহাসচিব কথিত মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান, মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল মাওলানা নূর হুসাইন কাশেমী ও তার অনুগত ছাত্র-শিক্ষকদের

৪-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

তিনটি মাদ্রাসার দখলদাররা পালিয়েছে

৮-এর পৃষ্ঠার পর

মাদ্রাসা থেকে বের করে দিয়ে মাদ্রাসা দখল করে নিয়ে সেখান থেকে ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড ও প্রচারকার্য চালাতে থাকে। সম্প্রতি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চারদলীয় জোটের বিপুল বিজয়ের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে এবং ঐ এলাকার আওয়ামী এমপি একেএম রহমত উল্লাহ পরাজিত হওয়ার সংবাদ পেয়ে মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান ঘাদানিক মানসিকতাসম্পন্ন তার ছাত্র শিক্ষকদের নিয়ে পালিয়ে যায়। তার পলায়নের সংবাদ পেয়ে মাদ্রাসার পাহারায় নিয়োজিত সন্ত্রাসীরাও গা ঢাকা দেয়। মাদ্রাসা দখলমুক্ত হলে মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকগণ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা নূর হোসাইন কাশেমীকে পুনরায় মাদ্রাসায় নিয়ে আসেন। বর্তমানে সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশে মাদ্রাসার কার্যক্রম চলছে। মাদ্রাসাটি বর্তমানে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, অভিভাবক এবং দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের পদচারণায় পূর্বের পরিবেশ ফিরে পেয়েছে।

এদিকে দীর্ঘ আট মাস বন্ধ থাকার পর নতুন সরকার ক্ষমতায় আসলে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, চারদলীয় জোট নেতৃবৃন্দের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় গত বৃহস্পতিবার জামিয়া মুহাম্মদিয়া মাদ্রাসা আবার খুলেছে। এ মাদ্রাসাটি ঢাকার ঐতিহ্যবাহী একটি খালেস দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আওয়ামী সরকারের আমলে এ প্রতিষ্ঠানের কয়েক কোটি টাকার সম্পদ দখলের উদ্দেশ্যে পুলিশ হত্যাকাণ্ডের দায়ভার মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের ঘাড়ে চাপিয়ে মাদ্রাসাটি বন্ধ করে দখলে নিয়ে নেয়া হয়েছিল। মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা আবদুল কালামের উপর পুলিশ হত্যার দায়ভার চাপিয়ে মামলা দায়ের করেছিল দখলদাররা। বর্তমানে মাদ্রাসাটি খুলে গেলেও দখলদাররা আবার মাদ্রাসা দখলের লক্ষ্যে হরকতুল জেহাদ ও তালিবান প্রশিক্ষণের ধুয়া তুলে অপপ্রচার চালাচ্ছে।

একই সময়ে আওয়ামী দখলদার এবং সন্ত্রাসীরা মোহাম্মদপুরের নূরানী ট্রেনিং সেন্টার মাদ্রাসাটিও দখলের লক্ষ্যে বন্ধ করে দিয়েছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ আদালতের রায় নিয়ে মাদ্রাসাটি খুলতে সক্ষম হন।

শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হকের দীর্ঘ পরিশ্রমে গড়ে ওঠা ঢাকার ঐতিহ্যবাহী জামেয়া রহমানিয়া মাদ্রাসার দখলে যারা রয়েছেন তারা শায়খুল হাদীসের সমর্থক ছাত্র ও শিক্ষকদের মাদ্রাসা থেকে বের করে দেয়ায় বর্তমানে মাদ্রাসার অধিকাংশ শিক্ষকই শায়খুল হাদীসকে পুনরায় মাদ্রাসা প্রধানের দায়িত্বে ফিরিয়ে নিতে রাজি নয় বলে জানা গেছে। এ মাদ্রাসা দখলমুক্ত করতে সরকারী পদক্ষেপের প্রয়োজন বলে সূত্র জানায়।